দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 FEB 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৯৪ টাঃ ৪০০.০০
৫ মাঃডঃ ১০.০০
৯৪ টাঃ ৩,২৫০.০০
? মাঃডঃ ৮২.০০
৯৪ টাঃ ১,৩৫০.০০
? মাঃডঃ ৩৪.০০
৯৪ টাঃ ১,৬০০.০০
মাঃডঃ ৪০.০০
৯৪ টাঃ ১,২০০.০০
মাঃডঃ ৩০.০০
৯৪ টাঃ ২,৫০০.০০
মাঃডঃ ৬৩.০০
৯৪ টাঃ ১,৫৫০.০০
মাঃডঃ ৩৮.০০
৯৪ টাঃ ২,৫০০.০০
মাঃডঃ ৬৩.০০
৯৪ টাঃ ৬০০.০০
মাঃডঃ ১৫.০০
(৪র্থ তলা) ১১ পুরানা
ং তারিখ হইতে সকল
রে উল্লিখিত নির্ধারিত
মসিডি বিভাগ (১০ম
হইবে এবং ঐদিনই
ফিসসমূহ হইতে ক্রয়
কান কারণ দর্শ

...র একটি লক্ষ্যঃ
... শিক্ষা

...পী ও জনসংখ্যা হ্রাসের ...যায়? সম্ভবত নয়, তবে ... গভীর সম্পর্ক আছে এ ...র রয়েছে। যে সব দেশে ... ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় ... হার অধিক সে সকল ...জাতীয় উৎপাদনের হারও বেশী। ...টি দেশেই দেখা গেছে, শিক্ষিত ...র সন্তানসংখ্যা তাদের অশিক্ষিত ...নদের তুলনায় কম। শুধু তাই নয়, ...ক্ষিত মায়ের শিশুদের স্বাস্থ্য অশিক্ষিত মায়ের শিশুর স্বাস্থ্যের তুলনায় ভাল। এখানে উদাহরণ হিসাবে ব্রাজিলের কথা উল্লেখ করা যায়। ব্রাজিলে অশিক্ষিত মহিলাদের গড় সন্তান সংখ্যা ৬ দশমিক ৫। পাশাপাশি মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষিত মহিলাদের গড় সন্তান ২ দশমিক ৫।

...প্রতিটি দেশেই দেখা গেছে, শিক্ষিত ...াদের সন্তানসংখ্যা তাদের অশিক্ষিত ...দের তুলনায় কম। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত ...র শিশুদের স্বাস্থ্য অশিক্ষিত মায়ের শিশুর ...র তুলনায় ভাল। এখানে উদাহরণ হিসাবে ...জিলের কথা উল্লেখ করা যায়। ব্রাজিলে অশিক্ষিত মহিলাদের গড় সন্তান সংখ্যা ৬ দশমিক ৫। পাশাপাশি মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষিত মহিলাদের গড় সন্তান ২ দশমিক ৫।

নাইজিরিয়ার গ্রামে পরিচালিত নিরীক্ষায় দেখা গেছে, শিক্ষিত মায়ের শিশু মৃত্যুর হার অশিক্ষিত মায়ের শিশুর চেয়ে ২০ শতাংশ কম। এই তথ্যসমূহের আলোকে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া ও পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ গত ১৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে বিশ্বের প্রথম 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষ সম্মেলনের উদ্যোক্তারা হচ্ছে ইউনেস্কো, ইউনিসেফ ও জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক তহবিল (ইউএনএফপিএ)।

নয়টি দেশ একই সঙ্গে শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিষয়টিকে একটি বিশেষ সুযোগ বলে অভিহিত করেছেন ইউনিসেফের আন্ত-সংস্থা শীর্ষ সম্মেলন টাস্ক ফোর্সের প্রধান ভিক্টোর ওজনেস। সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষ সম্মেলনের আগেই নয়টি দেশের কোন কোন সরকার শিক্ষাখাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। শীর্ষ সম্মেলনের ফলে অংশগ্রহণকারী নয়টি দেশ 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর অধীনে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৯টি দেশের জন্য যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছিল তা হলো ঃ উচ্চাকাঙ্খী এই বিষয়টি বাস্তবায়নে সরকার ও নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা, কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে দাতাদেশগুলোর সাহায্য প্রদানের বিষয় পুনরায় চাঙ্গা করে তোলা।

এ ছাড়াও এই শীর্ষ সম্মেলনে আরও যে সকল লক্ষ্য ঠিক করা হয় তা হলো, সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা। এ ব্যাপারে ৯টি দেশের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কেও শীর্ষ সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে। বালিকা ও মহিলাদের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বহু দেশ আছে যেখানে নারীরা শিক্ষার কথা চিন্তাই করতে পারে না। বিশ্বব্যাপী প্রতি তিনজন মহিলার একজন কিভাবে লিখতে ও পড়তে হয় তা জানে না। পাশাপাশি ৫ জন পুরুষের মধ্যে একজন লেখা পড়া জানে না। ১৯৯০ সালে বিশ্বে স্কুল বঞ্চিত শিশু–কিশোরের সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি। এর মধ্যে বালিকা ও কিশোরীর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ১০ লাখ।

ইতিমধ্যে চীন, মেক্সিকো ও ইন্দোনেশিয়া সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। পাশাপাশি পাকিস্তানে মাত্র ২৯ শতাংশ শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। ব্রাজিলের মূল সমস্যা হচ্ছে স্কুলে ছেলেমেয়েদের ধরে রাখা। ব্রাজিলে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে যে সকল ছেলেমেয়ে তাদের মধ্যে শতকরা ৬৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছে। এর পর ৪৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পৌঁছতে পারে। যারা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তারাও নিজ পরিবার ও অন্যদের সাহায্য করার জন্য ততটা দক্ষতা অর্জন করে না। এ প্রসঙ্গে ইউনেসকোর মহাপরিচালক ফেডেরিকো মেয়র বলেছেন, এখানে শিক্ষার অবস্থা এতোই নিম্নমানের যে যারা বেশ কয়েক বছর স্কুলে যাতায়াত করেছে তারাও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে পৌঁছতে পারেনি।

(১১–এর পৃষ্ঠার দ্রঃ)

৯–এর পৃঃ পর

নয়টি দেশের

শিক্ষার বিষয়টি এই নয়টি দেশের ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে কেন্দ্রও আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। এখানে পরিবার ও গোষ্ঠী শিক্ষা বিস্তারে তেমন উদ্যোগী নয়। এই নয়টি দেশের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে শিক্ষাকে জাতীয় বাজাটে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান শিক্ষাখাতে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে জোস তিনে 'ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন এডুকেশন ফর অল' বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে আসছে। কারণ সবাই অনুধাবন করেছে যে শিক্ষার সঙ্গে দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার মত এই বিশ্বাস কর্মসম্পাদনে নয়টি দেশ নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়ে লক্ষ্য অর্জনে ব্রত হয়েছে। এই ৯টি দেশের এক ও অভিন্ন লক্ষ্যঃ সবার জন্য শিক্ষা। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুসৃতি জাহাঙ্গীর ফিরোজ